দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভুয়া ভর্তি সন্দেহে ৯০ ছাত্রের নামে চিঠি ইস্যু

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ভুয়া ভর্তি সন্দেহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রায় ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীর কাছে চিঠি ইস্যু করেছে। এদেরকে বৈধ কাগজপত্র নিয়ে বিভিন্ন তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রারের সামনে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। এ দিকে বুধবার মার্কেটিং বিভাগের (এমকম) ১২ জন ছাত্রকে বৈধ কাগজপত্রসহ রেজিস্ট্রারের সামনে উপস্থিত হতে বলা হয়। কিন্তু তাদের কেউ হাজির হয়নি। এ খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রায় ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অবৈধ ভর্তি অনুমান করা হয়েছে। তিন বছর আগে এ ধরনের এক ভর্তি অভিযান চালিয়ে ৩শ' ২০ জন ছাত্রের ভুয়া ভর্তি প্রমাণিত হয়। পরে তাদের ভর্তি বাতিল হয়ে যায়। সূত্র আরও জানায়, বর্তমানে চিঠি ইস্যু করা ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সপক্ষে বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হলে তাদেরও ভর্তি বাতিল করা হবে।

এদিকে প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা যায়, যেসব ছাত্রের কাছে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্রে জাল সীল ও জাল স্বাক্ষর রয়েছে। সূত্রটি জানায়, একটি জালিয়াতি চক্র দীর্ঘদিন ধরে অর্থের বিনিময়ে ভুয়া ভর্তি করে থাকে। কিন্তু ধরা পড়ার পর কেবল ভর্তি বাতিল হয়। জাল ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত চক্র থেকে যায় পর্দার আড়ালে। এমনকি এ চক্রের সাথে শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র জড়িত কি-না তাও স্পষ্ট নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে জটিল। অন্তত নয়টি স্তর অতিক্রম করার পর একজন ছাত্রের চূড়ান্ত ভর্তি সম্পন্ন হয়। কিন্তু হল অফিস, রেজিস্ট্রার অফিস, বিভাগীয় অফিস, ব্যাংক ও ডীন অফিসসহ এসব স্তর কিভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে অতিক্রম সম্ভব তাও রহস্যাবৃত।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিভাগের আসন সংখ্যা সীমিত। সব স্তর অতিক্রম করলেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আগে প্রবেশপত্র সরবরাহের সময় ভুয়া ভর্তির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসা উচিত। সূত্র জানায়, মার্কেটিং বিভাগের অভিযুক্ত ১২ জন ছাত্র মাস্টার্স প্রথম পর্বের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। উক্ত বিভাগের সীট সংখ্যা সর্বমোট ১২৫। নির্ধারিত এই ১শ' ২৫ জনের পর আরও ১২ জন ছাত্র কিভাবে ফরম ফিলাপ করে প্রবেশপত্র পেল তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদিকে ভুয়া ভর্তির ব্যাপারে কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষক জানান, এ ধরনের ঘটনার সাথে কে বা কারা জড়িত তা চিহ্নিত করার দায়িত্ব আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দেয়া উচিত।